ঢাবি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি

দেশের সর্ববৃহৎ গ্রন্থাগার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সূচনালগ্ন থেকেই ঢাবি গ্রন্থাগারের কার্যক্রম শুরু। ঢাকা কলেজ ও ল কলেজ লাইব্রেরি থেকে ১৮ হাজার বই নিয়ে ১৯২১ সালের ১ জুলাই সর্বপ্রথম এটি চালু হয়। বর্তমানে এখানে বই ও সাময়িকীর সংখ্যা ৫ লাখ ৮৫ হাজার। আছে ৩০ হাজারেরও বেশি বিরল পাণ্ডুলিপি। এছাড়াও আছে মাইক্রোফিল্ম ও মাইক্রোফিস সংগ্রহ।

বর্তমানে গ্রন্থাগারের নিজস্ব তিনটি ভবন রয়েছে। পঠন ও পুস্তক লেনদেন সংক্রান্ত প্রায় সব কাজ গ্রন্থাগারের মূল ভবন ও এর বর্ধিত ভবন এবং বিজ্ঞান ভবন থেকে করা হয়। শনিবার থেকে বুধবার প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত এবং বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত খোলা থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি ছাত্রছাত্রী এই সময়ের মধ্যে গ্রন্থাগার থেকে সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করতে পারে।

গ্রন্থাগারের মূল প্রবেশ পথের ডান পাশে রয়েছে টোকেন কাউন্টার। ব্যাগ, ফাইল, বই প্রভৃতি জিনিসপত্র টোকেন কাউন্টারে জমা রাখতে হয়। পুনরায় কাউন্টার থেকে দেওয়া টোকেনটি সেখানে জমা দিয়ে যে কেউ তার নিজস্ব জিনিসপাতি নিয়ে নিতে পারেন।

মূল দরজা দিয়ে ঢুকে হার্তের ডানদিকে একটু গেলেই রয়েছে সারি সারি কাঠের ক্যাবিনেট। এগুলো ক্যাটালগ কাঠের ক্যাবিনেট। বিজ্ঞান শাখায় মূল দরজা দিয়ে ঢুকে সামনে দেখতে পাবেন অনেকগুলো ক্যাটালগ। বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন ভর্তি হয়ে আসা অনেক শিক্ষার্থীকে বইয়ের কল নাম্বার খুঁজতে গিয়ে বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হয়। তাদের জন্য বলছি– ক্যাবিনেটের উপরে এক কোনে কিভাবে বই খুঁজবেন তা লেখা আছে। লিখা আছে– লেখকের নাম দিয়ে, বইয়ের নাম দিয়ে, বিষয়ানুসারে। লেখকের নাম যদি হয় আর্নেস্ট বারকার, তাহলে এই নামের শেষাংশের প্রথম তিনটি অক্ষর অর্থাৎ 'Bar' লেখা ক্যাটালগ বের করে খুঁজতে হবে। বইয়ের নাম যদি 'হিস্ট্রোরি অফ পলিটিকেল থট' হয় তাহলে এর প্রথমাংশের প্রথম তিনটি অক্ষর 'His' লেখা ক্যাটালগ বের করে খুঁজতে হবে। আর বিষয়ভিত্তিক বই খুঁজলে বিষয়ের নামের প্রথম তিনটি অক্ষর অর্থাৎ পলিটিকেল সাইন্স-এর 'Pol' লেখা ক্যাটালগ বের করতে হবে। বাংলা বইয়ের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম অনুসরণ করতে হবে। তাছাড়া শিক্ষার্থীকে ক্যাবিনেট খুঁজে কল নম্বর বের করতে হয় না। কম্পিউটার সার্ভিসে ক্লিক করলেই আপনার সামনে ভেসে উঠবে কল নম্বরসহ হাজার হাজার বই আর লেখকের নাম। এছাড়া ছাত্রছাত্রীরা সর্বোচ্চ ১৫ মিনিটের জন্য ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারেন।

১৯৮০ সাল থেকে প্রকাশিত ও সংগৃহীত পুস্তকসমূহের এবং বহু দুষ্প্রাপ্য পুস্তকের ডাটাবেস তৈরি করে কম্পিউটার অন লাইনে দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে বিশ্বের যেকোনো দেশ থেকে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের ক্যাটালগ দেখা যায়। এখানে অন লাইন থেকে প্রাপ্ত তথ্য প্রিন্টিং করারও সুযোগ রয়েছে। তবে এর জন্য জনতা ব্যাংকে আলাদাভাবে অর্থ পরিশোধ করতে হয়। এছাড়াও রয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ওয়েবসাইট। গত বছর থেকে এ ওয়েবসাইটে ভর্তি বিজ্ঞপ্তি ও ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের জন্য কলা ভবন শাখায় রয়েছে ৫টি এবং বিজ্ঞান শাখায় রয়েছে ২টি কম্পিউটার। কল নম্বর সংগ্রহ করে আপনাকে যেতে হবে দোতলা ও তিনতলায়। সেখানে ছাত্রছাত্রীদের জন্য শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত পৃথক পাঠ কক্ষ রয়েছে। দ্বিতীয় তলায় পাবেন সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, পরিসংখ্যান, সাংবাদিকতা, লোকপ্রশাসন, আঃ সম্পর্ক, সমাজকল্যাণ, শিক্ষা, আইন, নৃবিজ্ঞান, ভূগোল, জীবনী ও ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ের ৩০০-৩৯৯ এবং ৯০০-৯৯৯ কল নম্বরের বই।

তৃতীয়তলায় পাবেন গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান, দর্শন, মনোবিজ্ঞান, ধর্ম, বাণিজ্য, সংস্কৃত ও পালি, বাংলা, ইস. ইতিহাস, ইংরেজি, নৃবিজ্ঞান, ভাষা, নাট্যকলা, আরবি, সাংবাদিকতা, ইসঃ স্টাডিজ, উর্দু ও ফার্সি, চারুকলা প্রভৃতি বিষয়ের ০০১-২৯৯ এবং ৪০০-৮০০ পর্যন্ত কল নম্বরের বই।

ছাত্রছাত্রীরা পাঠকক্ষ সংলগ্ন ইস্যু কাউন্টারে লাইব্রেরি কার্ডের সঙ্গে বইয়ের নাম এবং ক্যাটালগ এন্ট্রি সংখ্যা জমা দিয়ে বই তুলতে পারে। তবে এ বই শুধুমাত্র পাঠকক্ষে পড়ার জন্য। গ্রন্থাগারের বিজ্ঞান শাখার দ্বিতীয়তলায় ছাত্রদের পৃথক এবং ছাত্রীদের জন্য একটি পৃথক পাঠকক্ষ রয়েছে। থিসিস গ্রুপের ছাত্রছাত্রীদের জন্য রয়েছে আলাদা পাঠকক্ষ।

নিচতলায় ডান পাশে রয়েছে সেমিনার শাখা। প্রায় ২০-২৫ হাজার বইয়ের এক বিশাল সংগ্রহশালা এটি। ছাত্রছাত্রীরা সেমিনার কার্ড জমা দিয়ে একটি বই দুসপ্তাহের জন্য বাসায় নিয়ে যেতে পারে। বই জমা দিতে দুসপ্তাহের বেশি দেরি হলে প্রথম এক সপ্তাহ ৫০ পয়সা, দ্বিতীয় সপ্তাহ ১ টাকা, তৃতীয় সপ্তহ ২ টাকা এবং এরপর প্রতি সপ্তাহ ৩ টাকা করে জরিমানা দিতে হয়। বই কোনো প্রকারে হারিয়ে গেলে অনুরূপ একটি বই কিনে দিতে হবে কিংবা তার সমপরিমাণ মূল্য প্রদান করতে হবে। এছাড়া রয়েছে বিশাল সাময়িকী কক্ষ। প্রয়োজনমতো এখানকার ফটোমেশিনে বই ফটোকপি করার ব্যবস্থাও রয়েছে। কলা ভবনের দ্বিতীয় তলায় রয়েছে ফটোকপির ব্যবস্থা। এটি খোলা থাকে সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত। তবে ১০ টাকার বেশি ফটোকপি করা যায় না। কলা ভবন শাখার নিচতলার ডান পাশে রয়েছে রেফারেন্স বিভাগ। এটিই গ্রন্থাগারের একমাত্র ওপেন শেল্ফ। রেফারেন্স বিভাগ পেরিয়ে সাময়িকী বিভাগ। মাঝের করিডোরে রয়েছে দৈনিক পত্রিকার স্ট্যান্ড। দেশী-বিদেশী দৈনিক ও সাময়িকীপত্রসহ বহু একাডেমিক জার্নাল পাওয়া যায় সাময়িকী কক্ষে। এর এক কোণে একটি ফটোকপি মেশিন থেকে বিভিন্ন জার্নাল ফটোকপি করা যায়।

কলা ভবন শাখার বর্ধিত ভবনে রয়েছে সেমিনার শাখা। সেমিনার কার্ড জমা দিয়ে এখান থেকে দুসপ্তাহের জন্য ১টি করে বই নেওয়া যায়। এর সঙ্গে রয়েছে পুরোনো পত্রিকার বিশাল কক্ষ। ১৯৫৬ সাল থেকে দেশের গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় দৈনিকগুলো সংরক্ষিত আছে। ছাত্রছাত্রীরা প্রয়োজনে এসব পত্রিকা ফটোকপি করে নিতে পারে।

২৮ হাজার ছাত্রছাত্রীর এই বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের দিচ্ছে অপার সুযোগ-সুবিধা। এখানকার ছাত্রছাত্রীরা দেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নে যুগোপযোগী ভূমিকা পালন করবে এটাই সবার কাম্য।

❑ সুমন পালোয়ান